128

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...2.8 FEB 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

শিক্ষক সংকট

সকলেরই জানা আছে যে, ১৯৯৪ সাল হইতে স্কুল পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। পরবর্তী পর্যায়ে মাদ্রাসাতেও প্রবর্তন করা হয় কৃষি বিজ্ঞান। আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে স্কুল-মাদ্রাসায় কৃষি শিক্ষা চালু নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক অবকাঠামো ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কৃষির কোন বই ছিল না, পাঠ্যসূচী কিংবা কারিকুলামও ছিল না। পরবর্তী সময়ে তাড়াহুড়া করিয়া এই সবের যোগান দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পড়াইবার উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া গেল না। শিক্ষকের অভাব দূর হয় নাই এখনও পর্যন্ত। দেশের হাজার হাজার স্কুল-মাদ্রাসায় কৃষি বিজ্ঞান পড়াইবার কোন মাষ্টার নাই। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, মাদারীপুর জেলা শহরে অবস্থিত গুটিকয়েক স্কুল ছাড়া আর কোথাও কৃষি বিজ্ঞান পড়াইবার মাষ্টার নাই। প্রধান শিক্ষকরা জানান যে, বিজ্ঞাপন দিয়াও কৃষি বিষয়ের জন্য কোন শিক্ষক পাওয়া যায় না। আবার এসএসসি'তে কৃষিতে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ৪০ নম্বর নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় স্কুলেই অনুপস্থিত। বলা অনাবশ্যক যে, সারাদেশের অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসারই এই হাল।

কৃষি স্কুল পর্যায়ের সিলেবাসে নূতন সংযোজন। আটঘাট বাঁধিয়া না নামার কারণে এই ক্ষেত্রে অব্যবস্থা সম্ভবতঃ তেমন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দেশের সনাতনী শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই সংকট যে নিদারুণ, তাহা প্রায় সকলেরই জানা। শুধু কৃষি বিজ্ঞান নয় প্রায় সব বিষয়ে শিক্ষকের, বিশেষ করিয়া ভাল শিক্ষকের অভাব আমাদের শিক্ষা জীবনের দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে উৎকট। কিছুকাল পূর্বে মাদারীপুর জেলারই অপর এক খবরে বলা হইয়াছিল যে, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজীর শিক্ষক নাই। দেশের বাদবাকি অঞ্চলের হাল অবস্থাও নিঃসন্দেহে কমবেশী একই ধরনের। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জানান যে, ইংরেজীতে ডিগ্রীধারী শিক্ষক পাওয়া যায় না। কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষকের ক্ষেত্রেও এই ধরনের অবস্থার খবর আছে। বেকার সমস্যায় জর্জরিত এই দেশে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরও দরখাস্ত পড়ে নাই, ইহা এক দিকে যেমন তাজ্জবের ব্যাপার, তেমনি অন্যদিকে সংকটের গভীরতার নিদর্শন। এই ধরনের অবস্থা নিঃসন্দেহে এক দিনে হয় নাই।

বলা অনাবশ্যক যে, দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে মহা সংকট। একদিকে প্রায় প্রায় স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটে অন্যদিকে শিক্ষকরা প্রবলভাবে ঝুঁকিতেছেন কোচিং ব্যবসায়ের দিকে। এখন শিক্ষক সংকট হইতে পরিত্রাণের জন্য অতি অবশ্যই জরুরী ভিত্তিক পরিকল্পনা আবশ্যক। ওয়াকেবহাল মহল ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কথাও বলিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন শিক্ষকদের ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণের কথা। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার বিষয়টিও এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিবেচ্য। শিক্ষা পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলার লক্ষ্যে আধুনিক সরঞ্জামের সহায়তা গ্রহণ প্রয়োজন বলিয়া বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিতেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান এই সংকট দূর করা না গেলে আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই অর্থহীন প্রদর্শনীতে পর্যবসিত হওয়ার আশংকা প্রকাশ করিতেছেন অনেকে। তাই বিষয়টি গভীর পর্যালোচনার দাবী রাখে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।